রামকৃষ্ণ মঙ্কুর

কাব্য

—কিটিঝুনি।

উপহার এবং পুরস্কার

[illegible]

শ্রী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ,

সসম্ভ্রম - কৃতজ্ঞ নিবেদন

শান্তি লতা দেবী

ভগবান মর্ত্তে জন্ম নিয়েছেন—

কিটিকুনি ঃ

ভাষামাতনের অনেক অনেক বোন ভাইদের জন্যে
কথাগুলার মানে, ব্যাখ্যা ও গল্প লিখে দিলাম,
পাঠক্‌দের একজনও আনন্দপেলে
সার্থক্ হ'য়ে উঠ্‌বে।

শান্তিলতা দেবী।
ভাষামাতান গ্রাম উত্তরখণ্ড।
পোঃ শিমলাগড়, (হুগলী)

বৈশাখ ১৩৫০।

—দাম—

দাম নেই, বিতরণ হবে
ভাষামাতনের নীতি হল শিক্ষা ও সাহিত্য বিলান, কিন্তু
উপস্থিত সঙ্গতি নেই মোটে তাই
দান বা চাঁদা চাই ~~১৲ — পাঁচ~~সিকা।।

কিটিকুনি রচিত

রামকৃষ্ণ মঙ্কুর বা লীলাচ্ছবী—

অভিনব ও বিশিষ্ট কাব্য গ্রন্থ।

পাঁচ জনের সঙ্গে তুবার চারবার পড়েও আনন্দ মেটে না।

"ভাষামাতন"

হাতের লেখা মাসিক।

কিশোর বাংলা সম্পাদক বলেন —"আমাকে সত্যি আনন্দ দিয়েছে। তোমরা ক্রমশই অনেক উন্নতি করবে একথা জোর করে বলতে পারি"।

উত্তরখণ্ড,—পোঃ সীমলাগড়, হুগলি।

দুই গরীয়ান মহাজন—

৺সুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী (বন্দ্যোঃ)

৺পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়

পিতা ও শ্বশুর মহাশয় দ্বয়ের চরণে

রামকৃষ্ণ মঙ্গর খানি—

সামান্যার্ঘ দিলাম।

কিটিকুনি।

ভাষামাতান

উত্তরখণ্ড,

বৈশাখ ১৩৫০;

হুগলী।

রামকৃষ্ণ মঙ্কুর

কলা ছন্দে নিরানন্দে
কিটি বন্দে মনসুর্
সব পেথম্ এ উদ্যম
রামকৃষ্ণ মঙ্কুর।

১। পরিচয়

কিটিকুনি কবি। কিটি বা কুনি ইত্যাদি বলা হয়েছে। কাব্যে, কবি গেয়েই চলেছেন। রামকৃষ্ণ কাব্য বাংলা সাহিত্যে বোধহয় এই প্রথম্।

মঙ্কুর = আরসি অর্থাৎ ছবী বা প্রতিচ্ছবী।

মনসুর = আপন খেয়ালি সুরে। জীবনি ও কবিতার সব নিয়ম্ মেনে চলতে পারিনি—হয়ত কোনও জায়গা ঠিক হয় নি, মানে হয় নি—ছন্দ হয় নি—শব্দ ঠিক হয় নি—তবু পূজা করেছি···

কোন্‌খানটী গাইব না তা
ওগো ঠাকুর।
সব্‌ই যে গো লীলা ভরত্
হানে মুগুর।
সবটাই ত, গানকাব্য
রাম কিষোন,
দু চারটেই, পারবে নাক'
ভাষা মাতন।

১। ক্ষমতা

ওগো ঠাকুর! জীবনের কোনখানটী গাইব? সবটীই লীলা ভর্ত্তি, গানকাব্য, ওগো রামকিষোন, (রামকৃষ্ণ) মাথায় অক্ষমতার মুগুর মারছে।

'ভাষামাতন' মাসিকে এটী প্রথম প্রকাশিত হয়। দুচারটে ঘটনা গাইতে কবিও পারবে না ভাষামাতনও পারবে না। যে অক্ষর হস্ অন্ত নয় সেগুলি নীচে প্রায়—নিম্ন রেখা দেওয়া থাকবে। চিহ্ন প্রায় সব দেওয়া আছে।

গদাই দার বয়স্ হোল

করলো বিয়ে

জয় রাম বাটির রামচন্দ্রের

মেয়ে।

একটি দিন, নিরিখেন্ নি

নিজ-রমণি

মামার কাছে পূজা মান্সে

হরষে ধ্যানী।

৩। শুরু

এই বইয়ে রামকৃষ্ণকে প্রায়ই ঠাকুর বলা হয়েছে :—দেব, প্রভু, দেবতা, ঠাকুর, ধ্যানী। সত্যি মামার কাছে নয়। স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ না করে পূজাতেই হর্ষ পেলেন।

মরত ধরার বীভৎস বিশালতা,
দেখেছ কি রূপ ? পরকট্ অরূপতা।
হের গাছে গাছে পাতা ধরিয়াছে,
পলকে নয়ন
ফিরিছে যখন
ফুল পাতা নাই
হা হা উঠিয়াছে।
পাতা ভরা তরু, পাতাহীন তৃণে কয়,
কি কথা সে ? চুপিয়া, হাঁকিয়া, নির্ভয়।
ফল ফুলময় ওগো তরুচয়
হীন জঙ্গম্
জান কি ক্রম ?
পরান বেদন
অ-বলা বিষয়,
ওরা বলে নাত' এ-নয়, এ-নয়

৪। প্রকৃতি।

ফুলপাতাহীনদের বেদন্—(বলা হয় না) জান কি ?

ওই ব্যথা চেপে ঠাকুর জননী চায়,
পরের অলঙ্কার যে বঁধূর গায়…।
ঠাকুর হাসিল,
কৌশলে খুলিল,
ভীতা বালা খোঁজে,
মাতা বলে লাজে,
বাছা আছে কাছে
তোর ভয় কি লো।
দুঃখ এখন পরে কত কি গয়না,
ঠাকুর কয় 'ওরা বলে বলুক না,
ওত' পর নয়,
নয় নয় নয়,'
কিটি বলে রাম,
কুনি ত কৃষ্ণ—
অধমে অ-ধনে কেন প্রভু চাও না।

৫। গৃহে

কিটি ও লেখক কুনিও লেখক। একই কবি।

গঙ্গার কোল থেকে দক্ষিণ-ঈশ্বরী মন্দির,
দেখেছ কি ছবি তার ? মন্দিরে মন্দিরে সন্ধির।
কোরে ছয় ছয়
বারো দেবালয়
মাঝখানে দেখা যায় চাঁদনি ঘাট স্নানার্থির।

৬। এরিয়াদহ কালিবাড়ী—

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে যেন মন্দিরে মন্দিরে (বৈয়াকরনিক) সন্ধি হয়ে আছে—যাঁহারা দেখেছেন তাঁদের সুবিধা, আর যাঁরা না দেখেছেন তাঁদেরও সুবিধা।

প্রকাণ্ড প্রাঙ্গন, প্রকাণ্ড আরাধন কুঠীর,
বিস্তৃত বিস্তির্ণ কীর্তি, রাণী রাসমণির।
মা ভবতারিণী
মা ভবভাবিনী
অহ-অহ চলে পূজা-নন্দনা মহামায়াময়ীর

৭। ভবতারিণী

ভবতারিণী কালীবাড়ী রানী রাসমনির অতুলনীয় কীর্তি। প্রকাণ্ড কালীমন্দির, বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, বারোটি শিব মন্দির মধ্যে গঙ্গার ঘাট-চাঁদনি।

দিন রাত পূজা অর্চ্চনা চলছে:—এখানে গদাধর পুরোহিত হয়েছেন।

বালক ঠাকুর পুরুত ঠাকুর
পূজা কিছুই জানে না,
একথা সেকথা না-বা-জানে মাথা
ডেকেই চলে মা ও মা।
উর্দ্ধে নিজেরই, ফুল দেয় ভুলে
খেয়েই ফেল্‌লে ফল্‌
মুর্‌ছিত হলো চেতনা হারাল
আবিষ্ট বিহ্বল্‌।

৮। পূজা।

বালক রামকৃষ্ণ পূজার মাথা মুণ্ড কিছুই জানে না—নিজেরই মাথায় হয়ত ফুল দিলে। পূজায় বসে তন্ময় হয় জ্ঞানই নেই।

পূজা করছেন, পূজা করছেন
হয় না শেষ,
মা মা ডেকে ডেকে পাগল পারা যে,
নেই বিশেষ।
দেবতার ফুল পাতা চন্দন
নিজ অঙ্গে,
আরতি মত্ত বিরতি নাহিক
রত রঙ্গে।

৯। পূজা
পূজার আর শেষ হয় না।

হোল না ত পূজা হোল না অর্চ্চা
দেখছেন যেন কি,
ভগবান্, একি ! ভগবান্ই তো,
রূপের নেই বাকি ।
অখিল ধরণী দেবতা-রূপিণী
অদ্ভুত নিলয়,
দেবতা 'অরূপ এখানে ওখানে
এটা অমরালয়' ।
দেব দর্শন্ দর্শক্ মন
কথা অবচনীয়,
লিখিতে জানিনা, বলাও যায় না
অতি অভাষনীয় ।
কিটি ভনে রাম কুনিরা কৃষ্ণ,
পূজে রামকৃষ্ণ,
অধম্ অধন্ রচিল দশম্
কবিতা অগণ্য ।

১০ । সমাধি ।

রামকৃষ্ণের ভগবৎ দর্শন্ ।

হেন ঠাকুর হেরি মথুর
বিভোর হোল রসে,
"মুরছিত এ, পুরুত নহে,
এসেছে কি মানসে।
যাই হোক্ গে তোমরা সবে
নজর রেখো তায়,
সাধনা-দেখ, ভজনা শেখ
বন্দ' প্রতিমায়।
দেব সেবার বামুন আর,
করিতেছি নিয়োগ,
অন্য কাজ এ ভট্‌চায্
করুব যাই হোক্

১১। মথুর বাবু।
রানী রাসমণির জামাই।

'হৃদয় তুমি মায়ের পূজা
ভাল রকম জান,
রামকৃষ্ণ দেবের সেবা
তুমিই এটা মান'।
ওই যে ওই শেষেতে ঘর
ওখানে রাখ' ওঁকে
অচৈতন্য ঠাকুরে মোর
রাখবে চোখে চোখে'

১২। হৃদয়ঃ
মথুর বাবু বলছেন

নাট্‌মন্দিরে মন্ত্র মধুরে বাদ্য
আরাধনা
গঙ্গা দেবীর কুলু কল্লোলে, ক্বণ
বন্দনা।
ওদিকেতে ভোগ বাড়ীতে,
পঁচিশ জনা বেহারিতে,
ব্যস্ত সবাই নিজের কর্ম্মে ভোগ
কর্ম্মণা।

১৩। তৎপরতা। ক্বন=শব্দ

কালীবাড়ির সকলে নিজের নিজের কর্ম্মে ব্যস্ত আছেন। ভোগ পূজা বাদ্য কীর্ত্তন চল্‌ছে। গঙ্গাও বন্দনা করে চলেছে ছল কল রোলে……

ঘণ্টা পড়েছে, রাধা কিষন পূজা প্রাঙ্গণে
কাঁসর-ঘণ্টা খোল নর্দ্দন নাটাঙ্গণে !
দ্বাদশটি শিবের ঘরে,
চলছে পূজা উপচারে—
ব্যস্ত সবাই, ব্যস্ত সবাই ঘন চর্য্যনে৽।

১৩ × ১৪। তৎপরতা।

কাঁসর ঘণ্টা, খোল, নৈবেদ্য। সকলে মহাব্যস্ত ঘন পরিচর্য্যায়৽

এমন সময়,
আমার ঠাকুর,
চলেছে কোথায়
সোজা উত্তুর্।
টলছে চরণ্,
জ্ঞানহারা মন্
ঢুলিত নয়ন
টলিত বসন,
অজানিত ধন্,
করিতে চুর্।
বিহানে বিধুর
আমার ঠাকুর।
সুরধুনী বুকে
শিহরিত সুখে,
বেরঙা আলোকে···
এঁকেছে মুকুর।
পঞ্চবটির
বটিকা সিথানে,
চলেছে ঠাকুর।

১৪-১৫। পঞ্চবটী।

চুর=চুরি। মুকুর=ছবি। সিথানে=স্থানে

পঞ্চবটীতে, তন্ত্র সাধিতে
আপনহারা ঠাকুর,
এল ব্রাহ্মণী দেবতা ঘরণী
'ঘর দূর, অতি দূর।
নিশীথ-দিবস্, গাঢ়-অনলস্
ব্রাহ্মণী মন্ত্রিল,
উপদেশ কত দিত মনোমত
তন্ত্রজ্ঞ নির্মিল।

১৫-১৬। ব্রাহ্মণী।

তন্ত্র মতে সাধনা।

ঠাকুর=রামকৃষ্ণ তন্ত্র সাধনা করছেন পঞ্চবটীতে, ব্রাহ্মণীর নিকট

ব্রাহ্মণী কোথা থেকে এলেন ?

দিনরাত সাধনা চল্‌ত আর উপদেশ দিচ্ছেন।

ব্রাহ্মণী পুনরায় নিজ গড়া শিষ্যে,
গুরুবলি গৌরবলি ঠাকুরে তপিশ্যে
দেব রামকৃষ্ণ,
নদের শ্রীচৈতন্য ;
গৌরাঙ্গে শ্রীঠাকুরে ভেদ নাহি দৃশ্যে

১৬—১৭ ব্রাহ্মণী।

ব্রাহ্মণী নিজেরি শিষ্য, ঠাকুরকে পূজা করছেন
রামকৃষ্ণে ও শ্রীগৌরাঙ্গে ভেদ দেখেন না—

শুনাইল সযতনে বৈষ্ণব কাব্য,
ভরপুর যাঁহাতে গো কথা বলি দিব্য।
চরিতামৃতখানি
যতনে শুনায় আনি,
কহিতেন 'বাবা, নয়, বেদান্ত শ্রাব্য'।

১৭। ব্রাহ্মণী—

চৈতন্য চরিতামৃত

ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে চরিতামৃত ইত্যাদি বৈষ্ণব কাব্য শোনাতেন বলতেন—বাবা বেদান্ত শুনতে নেই।...

কেঁদেছেন মা-মা বোলে মা লাগি উন্মত্ত
মুগ্ধিত সব্ জন্ বৈষ্ণব ও শাক্ত।
বৈষ্ণব শত শত
বৈষ্ণব পণ্ডিত,
আসিতেন বৈষ্ণব চরণ ও সভক্ত
'সামান্য ক্ষ্যাপা নয়'
শুন রাজা মহাশয়,
মহাভাবিত ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত।

১৮। বৈষ্ণব চরণ।

রাজা মহাশয়=মথুর।

বৈষ্ণব ভক্ত ও পণ্ডিত বৈষ্ণব চরণ দলে দলে বৈষ্ণব সঙ্গে প্রেমোন্মত্ত ঠাকুরের কাছে আস্ছেন।

মা মা খালি কাঁদে

খালি ডাকে মা মা,

তোরই কথা শুনবো

আর কারু না।

পণ্ডিতে বুঝালে আমি ত বুঝি না

জগত জননী মোর মা যে শ্যামা,

তাঁরি রূপে মোর গর্ভধারিণী, মা,

ওরূপে মোর সহধর্মিণীও মা।

১৯। 'মা'

ঠাকুর কেবল 'মা' (কালী) কেই জানে—কালী যখন মা তখন সব-সব স্ত্রীলোকেরা তাঁর মা।

কোনের ঘর থেকে এসেই
প্রভু একদিন
মায়ের কাছে ত্বরায় এসে
বলে—দেখা দিন।
কাঁদলে ছেলে একলা প'ড়ে
মায়ের প্রাণ যেরূপ করে—
তেম্নি করে জগজননী,
বল্‌ছে ওরে পাগল ছেলে,.
সরে থাকে কি মা ছেলে ফেলে,
থাক্‌বি তুই ভোরে ধরণী।
আদর পেয়ে খাবার পেয়ে
বালক নবীন,
লাস্য নাচে চ'ল্‌লো ছুটে
পুলক গহীন।

২০। মায়ের সঙ্গে।

কালীর সঙ্গে লীলা খেলা আলাপ, দর্শন—(সমাধি) প্রায়ই হচ্ছে।

চরণ সেবা কারিণী
শ্রীমতী সারদামনি,
একদিন কয়—
"ওগো মনোময়,
দাসীরে কিরূপ ভাব' ?
তোমারে কভু কি পাব' ?"
এ রামকৃষ্ণ
সদা প্রসন্ন,
বল্ছে "তুমি কি জান ?
'মহামায়া' সন্ধান ?
সকল মানুষি,
জননী অংশী,
তোমারো রূপেতে ওই,
এসেছে করুণা মই,
সেবিছে চরণ,
শোন প্রিয়জন।"

২১। শ্রীমতী সারদামনি।

এরূপ কথা কখনও সোনা যায়নি। স্ত্রীকে বলছেন তুমি জগ
জননীর অংশ সুতরাং জননী।

এবং

ভগবানই তোমার রূপ ধরে এসে আমার চরণ সেবা করছেন।

পুন ভাবে বিভোল্
কেবল মা-মা বোল্ ।
আকুলতা ব্যাকুল্
রোদন সম্‌কুল্ ।
হেন ছেলের ডাকে,
মাকি বসে থাকে ?
মা-কাছে আবদার,
যেন কচি ছেলে তার
বায়না কত কত,
মাই সব সইত ॥
করত আলাপন,
সাথেও বিচরণ ।

২২ । সমাধি ও লীলা

ক্ষ্যাপা প্রাণে দিনে দিনে কত সাধ যায়,
তীর্থ দরশনে ক্ষেপেছে রামরায়।
রাজা মথুরে পেয়েছে ভালো, "বলে চলো,
আমি আর মা যাবে সাথে সাথে কি বলো?"
সেবাতে অরাজী কভু হয়নি মথুর,
মায়ের সঙ্গে তীর্থ করে ঠাকুর।

২৩। তীর্থে।

হৃদয়ে মথুরে যুক্তি করলো,
প্রভুরে নিয়ে আজ বেড়াই চলো।
নদীর বুকেতে
তরণী খানিতে
সন্ধ্যা কালেতে লাগে খুব ভালো,
নিয়ে এসো ঠাকুরে যুক্তি হলো।

২৪। হৃদয়ে-মথুরে।

এরূপ যুক্তি প্রায়ই হোত। (ঠাকুর সম্ভবতঃ দুবার তীর্থ করেন)

ওরা কাছে যবে এলো ঠাকুর কয়
নিশ্চয় রে,
তুমি আমি যাব ভাই এতে আর কি
আপত্তি রে।
এর মাঝে কথা আছে এক কিন্তু
শোন বন্ধু,
মায়ের কাছেতে আমি ক্ষণেক্ আসি
জিজ্ঞাসি রে।
ছুটে ছুটে, মন্দিরে আসে যেথা মা
কাল শ্যামা,
ফিরে এসে কয় মায়ের মত্ নয়
মত্ নয় রে।
তোরা বেড়াগে তরীতে কর্‌গে দিল্,
নির্মল্ রে,
পরক্ষণে কয় মাতো অরাজী নয়,
নিয়ে চলরে।

২৫। মায়ের ছেলে।

প্রভুরে ছলিতে শিখাতে ভজাতে
একদা পরমেশ্বর,
সুরদূত আসে, তোতাপুরী বেশে
বৈদান্তিক নরবর।
কাছে কাছে আসে, কত স্বজন সে
আলাপ জন্মান্তের,
ঠাকুরে শোনায় বেদ পরিচয়,
পাঠ দেয় বেদান্তের

২৬। তোতাপুরী।
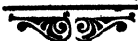
যোগী তোতাপুরী,
বিদ্যার খিচুরী,
পচনিয়া নিত্য,
ঠাকুরে যতনে
বিশোধিত মনে
দীক্ষিল সত্য।
চতুরে রত্নে,
যে রূপেতে চেনে,
সেরূপে সন্ন্যাসী—
চিনেছিল দেবে—
বিশ্ব-মানবে
অলোক উল্লাসী।

২৭। তোতাপুরী।

জহুরী যেমন করে জহর চেনে তেমনি তোতাপুরী বিশ্বের একটি মহামানবকে চিনেছিল।

পচনিয়া = পাক করিয়া

নীল তাণ্ডবে,
রাঙা বিপ্লবে,
সিত ধরা মথিত,
ঘুম ভাঙা-ভয়
হত মান-চয়
দূরিতে প্রভূ নীত
সকল বাদ্‌ই
এক্‌ই এক্‌ই,
অভেদ নিশ্চয়,
ব্যষ্টিক্‌ মল্‌
দূর করি, দিল
সাম সমন্বয়।

২৮। সমন্বয়।

দূরিতে = দূর করিতে। ব্যষ্টিক = একের।

কিটিকুনি ভনে, এ সম্মিলন,
বিলালিত দিনে হরষিত মন

২৯। ভনিতা।

২৮। সদা কালো, নীল লাল, হলদে এসব রংগুলো, কম বেশী ভাল মন্দ বোঝাতে ব্যবহার হয়। ব্যষ্টিক্ = একের। এই সব দোষ ভয় দুর করবার জন্যে ঠাকুর এসেছেন এবং দিলেন সাম সমন্বয়।

২৯। বিলালিত—বি = বিশেষভাবে লালিত = লাল হওয়া দিনে। এই মিলনে মন্ আনন্দিত হয়ে উঠেছে।

১৮ই আষাঢ় উত্তরখণ্ডে সাহিত্য-সম্মিলন।

একদিন সাঁঝে রামকৃষ্ণ,
শিশু মত আব্দার করলো।
আমারে নিয়ে চলো হৃদয়গো বরানগর বাগানে
আমি ত মাকে ব'লে রেখেছি,
মাও বলেছে—
তুই যা, সেখানে এসেছে কত গৌর ভজা।
আমিও যাব সেখানে
ওদেরি মধ্যিখানে—
তুইও সাথে সাথে কীর্ত্তন এক্‌টা গা-না,
কিটিকুনি ভনে,
গো রামকৃষ্ণ,
অধমে অ-ধনে কেন প্রভূ—চাও না।

৩০ : বরাহনগর বাগান।

দক্ষিণেশ্বরে
বহু লোক ভীড়ে,
বহু বিধ জন,
কালো হ'য়ে গেছে
লালের পিরিতে,
দুঃখ বহুবচন।
আলোর ছায়াতে
কত কালো আছে,
দেখেছো কখন?
কাল ছিনিমিনি
কত কিঙ্কিনী,
ব্যথা রঞ্জন?
কহে মথুরায়,
অতি হতাশায়,
ঠাকুর মত্ত,
এদের উদরে,
দুটি দুটি ভাত,
দিওগো নিত্য।

৩১। দরিদ্র সেবা প্রায়ই হতো।

'দেব-ঘরণী সারদামনি রমণীকুল উজালা,
উদাহরণ অতি-শোভন দেখিয়ে গেছেন বালা'।
'মানুষভরা, এ সংসারে, দেব স্বামী সম্ভবে,
ভুলিত চির, তনুচ্ছন্দ, আপনা হারালো দেবে

৩২। শ্রী মা।

এ সংসার মানুষ ভরা সারদামনির স্বামী মানুষ না হয়ে, দেবতা হোল।

তনুচ্ছন্দ = দেহবাসনা।
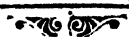
মায়ের নামে ভুবন কাঁপে, ছড়াছিল, প্রবাদ বচন
নয়ত ছড়া বন্ধু শোন, শ্রীমা করেছে প্রদর্শন।
পূজিতে দেব, পূজিতে পতি, পদব্রজে চলে জননী,
বহুদূর সে, সে বহু কোষ, দস্যুভরা, দূরশরণী!
দস্যু সাথে কৈকালা মাঠে আত্মীয়তা পাতায় ফেলি,
বাগদী সখা শুভ-কথায়, দস্যুগিরি যায়গো ভুলি।

৩৩। শ্রীমা। দস্যু।

কামার পুকুর থেকে শ্রীমা পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন দেব পতিকে পূজা করতে, দক্ষিণেশ্বর। সে অনেক দুর পথ, সে বহুদূর, দস্যুতে ভরা রাস্তা। কৈকালার মাঠে—শ্রীমা দস্যুকে মিষ্ট কথায়—পাল্টিয়ে ছিলেন।

দেববাটীতে   দেবী সারদামনি,
সঙ্গোপনে   কাজ করত ধনি।
প্রত্যুষের   বহু আগে দৈনিক্,
স্নান করে   সার্‌ত আহ্নিক্।
নিজেরি হাতে   রান্না করে নিত,
তাঁর, দেবর   আর মাও আস্‌তো।
ওরই মাঝে   আবার মাঝে মাঝে,
শিষ্যদের্   সেবাও করে নিজে।

৩৪। শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী।

রান্না করেন, মাঝে মাঝে মাও আসৃত। ওর ভেতর আবার শিষ্যরাও আসে।

প্রত্যুষের অনেকটা আগে উঠে চান, আহ্নিক পূজা, স্বামী সেবা—
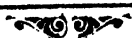
স্বামী ছিল দেবতা বিবাগী, সে কারণ অদর্শন ছিল না,
স্বামী সেবা নিশীথিনী দিন, দেখাদেখি গীতালাপে বাধে না।
নিতি নিতি কত যাপিত দিন, রাতি গো,
এ, সে আলাপন, গাহিত গান, গীতি গো,
রজনীতে দুজনে বিজনে, তন্দ্রিত ঘুমে স্বর্গ রচনা--
নেই তনু মায়া পিয়াসা ভুল, মোহ গো,
কভু জাগেনি কারু বরারোহ মোহ গো,
মনে হয় অদ্ভুত ঠিক্, কিন্তু সত্যি, জিত বাসনা।

৩৫। শ্রী মা।

শ্রীমা ঠাকুরের কাছে এসেছেন।
ঠাকুর মাকে আট মাস কাছে এনে রাখেন।
বরারোহ--উত্তম আরোহ।

ছড়িয়ে গেছে ফুলের বাস
দেশ বিদেশে-
একটি একে ভক্ত আসে
মজিয়া রসে !
কত জনেতে পূর্ণ হ'ল,
ঠাকুর ঘর,
দেখিতে চায় অবতারিল—
কে ঈশ্বর।

৩৬। ভক্তাগম।

এক একটি ভক্ত আসছেন। তারা দেখতে চায়—কে ঈশ্বর-অবতার কিম্বা, কে ঈশ্বর,-অবতার হয়েছেন।

কত জনে কত কথা বলে যায়
আমার রামকৃষ্ণ,
কেহ বলে রাম্ মধু-যোদো শ্যাম্
গিরিহিনি বিতৃষ্ণ।
অবধুত এক, সন্ন্যাসী আর,
কতেকে বলে ভিক্ষু,
বেড়াতে এসেছে দেখে গেল ঢং
তাঁরা কত তিতিক্ষু।

৩৭ ; কত কথা।

কেউ বলছে রামচন্দ্র কেউ যোদো-মোধো, অবধুত, ইত্যাদি
গিবিহিনি = গৃহিণী।
তিতিক্ষু = ক্ষমালু।

এত রকম দেখে শুনে অনেক স্বামী !
যুক্তি করে ধরিবারে ও ভণ্ডামী।
ঠাকুরে পরিক্ষিরে কঠিন পারা যে,
কাজটী ঘৃনা মাখা হয়ে যাবে, যাকগে।
খসে যাবেত সাধুগিরি দেখ্‌বি আয়,
শীকেয় তুলে রুচিগুলি, প্রতিখ্‌খায় !
কিটি ভনে্‌ রাম কুনি বল্‌ছে কৃষ্ণ,
অধমে ভ-ধনে কেন এত বিতৃষ্ণ।

৩৮। যুক্তি।

স্বামীরা (!) রুচিগুলি শীকেয় তুলে ঠাকুরকে কঠিন ও ঘৃণ্য পরীক্ষা কর্ব্বেন।

বাজার হইতে—
তৃতীয় শ্রেণীর
জনৈক রমণি,
ভাড়া করে এনে
দেব দরশনে
পাঠাল রজনী
অদ্ভুত নারী,
যথেচ্ছাচারী
সরম ধারে না,
কিটিকুনি কয়
ঠাকুর আমায়
দিও মার্জ্জনা।

৩৯। নিম্ন শ্রেণীয়া। 'রমণী'

কবিকে যেন মার্জ্জনা করা হয়, ভিক্ষা করছে।

সেদিন সাঝে, ঠাকুর দেখে এক রমণী
পূর্ণাঙ্গী বিবসন।
প্রকৃতির খোলা, শিল্পশোভা, কান্তি
রমণীয় সুদর্শন।
ফুল্ল-শোভ সুধাধার পীন্
লীলারঙ্গে, আরোহ সঙীন্
সরম ভুলে এলো গণাঙ্গনা করাতে
সংশয় নিরসন্।
কিটিকুনিও লেখন ফেলে করযোড়ে কয়
ক্ষম' ভগবন।

৪০। পরীক্ষা।

সুধাধার = পয়োধর পীন্ — সম্পন্ন। আরোহ = নিতম্ব

রামকৃষ্ণ মঞ্জুর
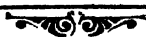
গদাই দাদা বিয়ে কর্‌লো
প্রায় নিজের মতে—
সারদেশ্বরী দেবী শ্রীমা,
রামচন্দ্র-দুহিতে।
ক্ষাপার মত পুজ' করতো,
দক্ষিণেশ্বরী কালী,
এরিয়াদহ মন্দিরেতে,
গঙ্গার পারে বালী।
কালীমা সাথে আলাপ দেখা,
হোত নিতি জল্পন,
বিচরিত গো মার সঙ্গে
হ'ত সমাধি মগন।
অত্যাশ্চর্য্য, সারদামনি
যাপে নিশিথিনী-দিন্‌
নিজাঙ্গনা মোহ জানেনা
ইহ বাসনা বিহীন্।

সন্ন্যাসিনী দেবী ভৈরবী
তন্ত্রমতে সাধাল,
বৈদান্তিক ব্যক্তিবর—
তোতাপুরী দীক্ষিল।
বিঠল লোকে অনেকানেকে
না শেখে না দেখে তাই,
সেদিন দেব রামকৃষ্ণ
কি ছিল, কথা না পাই।

৪১। বন্দনা-বিশ্রাম।

এ পর্য্যন্ত কি কি হোল বা হোল না একটু বুঝে নি। গদাধর বিয়ে করলো। জগদম্বা মাকে পেলেন, প্রায়ই ভাব সমাধি হতো।

শ্রীমার সঙ্গে দিনরাত কাটালেও বাসনাকে উভয়েই জয় করেছিলেন।

ব্রাহ্মণীর কাছে তন্ত্র ও তোতাপুরীর কাছে বেদান্ত, শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে সাধনা করেন।

এবার ৪১ শুরু—

বিঠলে লোকেরা না দেখে শেখে না বর-বর্নিনি পরীক্ষার জন্য এসেছে।

সেদিন দেবতা কি ভাবে ছিলেন?
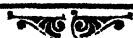
অদ্ভুত অঙ্গনা, বসন বিহীনা,
সরম ধারে না।
সে এমন ধারা নারী, তক্ষুনি ফিরি
লাজে গেল ভরি।
ধন্যা হোয়ে গেছে সে, দেবতা দরশে,
ভরে রূপে রসে।
কয়—'ওযে ছেলে মোর,' বহিতেছে লোর,
কুনিও বিভোর।

৪২। পরীক্ষোত্তরণ ও পুংশ্চলার আন্তর বিবর্ত্তন।

(৮+৬, ৬ অক্ষরে কবিতা)

সেই রমণী সরমের ধার ধারে না দেব্ দর্শন কোরে, রূপে রসে মানে আনন্দে ভোরে গেল

গল্প।

একদিন ঠাকুর পূজায় বসে দেখেন রমণী বলে দক্ষিণেশ্বরের এক নষ্টা মেয়েছেলের মুখ, ঘটের পাশ থেকে উঁকি মারছে, দেখে হাসে আর বলে মা তোর ঐ রকম হ'তে ইচ্ছা হয়েছে আজ? তা বেশ ঐ রূপেই আজ পূজা নে॥

বলেন যদি মনে কাম ভাব জাগে, গলায় ছুরী দোব। অনেক সাধনা করে কাম জয় হয়েছে।

সুরেলা সুরে ঠাকুর গায়
রামপ্রসাদি গান
দুশো বছর আগে যেমন
রামপ্রসাদ গা'ন।
'আমায় দেমা তবিলদারি'
'ও' গো মা 'শঙ্করী',
রামকৃষ্ণ গানভক্ত
দক্ষিণেশ্বরী।
সব শিষ্য সব স্বজন
নরেন্দ্র নাথও,
দেখতে আসে গানের আশে
খ্যাত ও অখ্যাত।
কিটিকুনিও গীতপ্রিয়
অতি আকিঞ্চন,
বিরূপ কেন? আমি অধম্
অগণ্য ও অ-ধন

৪৩। রামপ্রসাদি গান।

(প্রায় দুশ বা বেশীই) সুরেলা সুরে = নিজস্ব বিশিষ্ট সুর। 'কবিও গীতপ্রিয়' অথচ অগণ্য ইত্যাদি। ঠাকুর রামপ্রসাদের রামপ্রসাদি গান গাইছেন।

রাণী রাসমনি, কত কানাকানি,

এলো মন্দিরে,

তাঁরি প্রতিষ্ঠা, কীর্ত্তি বিশালা

তা জানিস্ কিরে ?

প্রতিমা সমুখে বোসে গান শোনে

একমনে রাণী,

ঠাকুর আমার, আমার ঠাকুর

দেব সম্ ধ্যানী।

চঞ্চল মনা রাণীরে সমানে

বসাল চপট্,

"মামুলি মামলা—পূজায় চিন্তা

ভজন কপট"।

পরখনে রাণী বুঝিয়া উঠিল

সরমে রাঙিয়া'

'ক্ষমা দাও দেব' কি'টিকেও ক্ষম'

যেতেছে গাহিয়া।

৪৪। রাণী রাসমনি।

রাণী এসেছেন—কত কানাকানি হচ্ছে। ঠাকুর দেব সম ধ্যানী অন্তরযামী, বল্লে মিথ্যা পুজা, পুজায় মামুলি মামলা চিন্তা।

একদিন, কেন জানি, রাধাকৃষ্ণ হাত ভাঙ্‌লো,
সব মিলে বলাবলি, করে যুক্তি, জলেই ফ্যালো।
—শুনি বাক্য,
রামকৃষ্ণ,
রাণী কাছে দিল বলে—শুনিনি হেন তদ্‌যুক্তি।
যদি ভাঙে তোর ছেলে, হাত আর পা করতিস্ কি?

৪৫। "রাধাকৃষ্ণ"

ঠাকুর বলেন—রাণীর জামাইদের যদি কেউ হাত পা ভাঙতো, তবে তাকে ফেলে দিয়ে আসা হত কি?

৺রাধাগোবিন্দজীর মূর্ত্তী জুড়ে নেওয়া হোল।
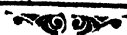
কোলকাতা পুরে হাজারোপচারে,
ভক্ত সম্মিলন,
বৈষ্ণব সভা যেন ইন্দ্র সভা,
মহা ব্যবস্থাপন।
ভক্ত বহুলে চলে মঞ্জুলে
রস-সর বিলোলন,
ভক্তি প্রচারে মুক্তি বিচারে
নাম সংকীর্ত্তন।

৪৬। ভক্তসভা।

মঞ্জুলে = নিকুঞ্জে। সর = সরোবর। বিলোলন = মন্থন।

কোলকাতায় হাজার রকম ব্যবস্থায় ভক্তদের সভা হচ্ছে। দলে দলে ভক্তগণ সভায় চলেছেন। রসের সাগর মন্থন করে, ভক্তি মুক্তির জন্যে কীর্ত্তন হচ্ছে—

সভাপতি বিচক্ষণ
প্রবীন প্রধান তিনি—
প্রভুপাদ ভক্তিনিধি
ভক্তির মন্দাকিনি।
ধীত দিনে, ভক্তজনে
পূর্ণিত অপাশ্রয়,
লাখোজন্ বংহিমন্
নিশ্চুপ অতিশয়।
হঠাৎ কি শিহর জাগে
যেন ভূত জৃম্ভন্
বিভোলিত রামকৃষ্ণ
নিয়েছে সিংহাসন্।

৪৭। ভাবাবিষ্ট ঠাকুর।

ধীত = পীত। অপাশ্রয় = চন্দ্রাতপ, বংহিমন = বাহুল্য।
জৃম্ভন = স্ফুটন।

এমনতর মহতী—সভায় রামকৃষ্ণ দেব ভাবাবিষ্ট হ'য়ে সভাপতির আসনে গিয়ে বসলেন্।

স্বধর্ম্মী নয়, নয় বিধর্ম্মী
জনৈক শিষ্য,
এসে জিজ্ঞাসে, ঠাকুর সকাশে
শোনাও ভাষ্য
এধর্ম্ম ঠিক, ও ধর্ম্ম ভুল
কেন নহে তুল
বল ঠিক্ ঠিক ওগো ধার্ম্মিক্
হৃদয় আকুল।

৪৮

কত লোক কত শিষ্য এসে নানা কথা, উপদেশ পেয়ে যেত।

ওম্নি দেব আকুল হোল
বিকল্ পারা মন্,
আয়ত চোখে টস্‌টসিয়ে
জলীয় ধারা ঘন।
অবশ হোল অঙ্গুলি
ঠাকুর অচেতন ;
মূঢ় মুই বুদ্ধি নাই
অধম্ ও অধন্

৪৯। ভাব সমাধি।

ঠাকুরের সমাধি প্রায়ই হয়। চেতন্ হারা ধ্যান ও ঈশ্বর সন্নিধি সমাধিতে কি হন বা কি দেখেন, এর পুরা জ্ঞান নেই, দু-এক জায়গায় একটু একটু বলা আছে।

কেশব চন্দ্র নিয়েছে সঙ্গ
ব্রাহ্ম মহাশয়,
বিজয়-প্রতাপ অন্তরঙ্গ,
নব অভ্যুদয়।
সাকার পূজায় ব্রাহ্ম পলায়
নিরাকার সাধন,
এরা প্রভাবিত প্রতিমা পূজিতে
যেমতি ব্রাহ্মন।

৫০। প্রভাব বিস্তার।

কেসব চন্দ্র সেন, বিজয় চন্দ্র গোস্বামী, প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার ইত্যাদি ব্রাহ্ম মহাশয়, নব বিধান পন্থী অনেক ব্রাহ্ম আগে প্রভাবিত হয়ে মূর্ত্তী পূজা সুরু করেন। মা বলেন সেই আদি কাল থেকে লোকে মূর্ত্তী পূজা করে মুক্তি পেয়ে আসছে সেটা কি কিছুই নয়? ঠাকুর সমস্ত বস্তুতে ব্রহ্ম দেখতেন।
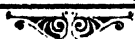
নহে ত' শুধু শক্তিমতে সর্বমতে ঠাকুর মোর,
একই দেব সকল্ মতে মিলয় ক্ষ্যাপা জীবন ভোর।
দাস্য ভাবে, মধুর ভাবে, ভজে কেষ্ট যথানিয়মে,—
অবাক্ কথা, এই বারতা, বল্‌ছি শোন ক্ষণেক থেমে।

৫১। সর্ব ধর্ম সাধন।

সব রকম মতেই রামকৃষ্ণ সাধন করেন; ঈশ্বরকে যে যা বলে ঠিক তাঁকেই তিনি পান।

সব ধর্মেই এক ঈশ্বর, ব্রহ্ম।

দেখালেন যে যত মত তত পথ।

বায়ু তনয় রামচন্দ্রে লভিয়াছিল, যেই সাধনে,
তেম্নি সাধে, রামকৃষ্ণ, পাদপ শাখে উল্লম্ফনে।
নিত্য-নিত্ত এমনমত সাধন চলে হনুর পারা,—
সত্যি কথা, জন্মেছিল, জন্তুমত চিহ্ন ধারা।

৫২। দাস্য ভাবে সাধনা।

ঠাকুর হনুমানের মত সাধনা করে রামচন্দ্রকে পান। এতে হনুমানের কোন অঙ্গের মত সামান্য চিহ্ন হয়েছিল, অনেকে বলেন।
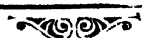
এমনি সাধা, হয়কি বাধা, লভিতে রামে, গুণবন্ত
তবু অভোল, ভবী পাগল, আর সাধনে নয় ক্ষ্যান্ত।
নিরিক্ষিবে মহম্মদে, মুসলমানি জয়ডঙ্কা,
ঐশ্লামিয় আল্লাভজে, অনমনায় আশাকাঙ্খা।

৫৩। ইস্‌লাম মতে সাধনা—

ঠাকুর ইস্‌লাম মতে মহম্মদকে সাধনা করলেন।
মহম্মদকে পেলেন। একই ঈশ্বর।

দুদিন পরে আবার বলে পেলাম নাত যিশুখৃষ্ট।
সব্ মতই অভিন্নই, নয়ত কোন অপকৃষ্ট।
মেরী মায়ের কোলের ছেলে রামকৃষ্ণ আকর্ষিল,
উপাসনায় হৃদয়ে তাঁর খৃষ্টদেব সঞ্চরিল।

৫৪। খৃষ্টমতে সাধনা।

একই ব্রহ্ম খৃষ্টদেবকে লাভ করলেন।

আস্বাদ নিতে মধুর ভাবেতে দেব রামকৃষ্ণ,
রাধা ভাবে সাধে—"যমুনা পুলিনে কোথা কালা কৃষ্ণ"।
"ওলো দুতী-সই জ্বালা সহে কই, চল্‌লো যমুনায়
বাঁশী মুরছনা সহিতে পারি না, মরম বুঝি যায়।"
"পড়িতেছে মনে, ব্রজ-অঙ্গনে, কদম্‌ নিতম্বে,
খেলিতাম ছলে, নিরখিব ব'লে কালানন বিম্বে।"
"নিকুঞ্জে এনে, বসন্‌ টেনে, কালা রাসে' রঙীন"
রাধা রাধা ভেবে বুকে সম্ভবে, রমণীত্ব চিন্‌।

'জনম অবধি', কহিছে ঠাকুর—"না পেনু রসরাজ।
সরম তুলিয়া, বসন ফেলিয়া পরিনু কালোসাজ।"
তোমারি রাধায় ওগো কালোরায় দেখা দেও ক্ষণিক,
অলপ দিবসে, রসচুড়ামনি, দেখা দিল রসিক

৫৫, ৫৬, ৫৭ ; রাধাভাবে। শ্রেষ্ঠ সনাতন ধর্মে মধুর ভাবে সাধনায়।

শ্রীকৃষ্ণকে, সেই একই ঈশ্বর পরমব্রহ্মকে পেয়েছিলেন। কদম নিতম্বে = কদম্বকাণ্ডে। বস্নন্—নীবি বন্ধন। কালাননবিম্বে = কালার বিম্বানন।

ঠাকুর রাধাভাবে সাধনা করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পাবার জন্যে মধুর ভাবের সাধনা। নিজেকে সর্ব্বদা মনে করছেন রাধা—(আপনাকে মেয়ে মানুষ মনে করতে হয় এতে কামিনীর আকর্ষণ নষ্ট হয়ে রিপু জয় হয়) ওড়না গায় দিয়ে অনেকদিন সখী ভাবে ছিলেন। রামকৃষ্ণ ও শ্রীমা দুজনেই সখী। এইভাবে থেকে ঠাকুরের গায় কোনও মেয়েলী চিহ্ন উঠেছিল। ঠাকুর বলছে—লো সই যমুনা-পুলিনে কোথায় কালা আছে চল্। কালার বাঁশীর ঝঙ্কার সইতে পারি না, বুঝি মরম যায়, ঠাকুরের মনে পড়ছে—ব্রজধামে কদম কাণ্ডে খেলতাম শুধু ঐ কালার বিম্বানন দেখবার জন্যে।—নিকুঞ্জে এনে—কটিবন্ধন টেনে, রঙীন কালা রঙীন রাসে মাততো।

বল্‌ছে ওগো রসরাজ তোমাকে পাবার জন্যে বসন ফেলে লজ্জা না রেখে কলঙ্কিতা হয়েছি।

সুরেশ মিত্তির রসিক ধনিক
সীমলে পাড়ার প্রবীন,
আনন্দোৎসবে পরম হংস
দেবে, এনেছে একদিন।
উৎসব মেলায় নেইক গাইয়ে
তাইতে উদ্যোগী ধনী
প্রতিবেশী এ নরেন দত্তে
গাইতে আনে আহ্বানি।
গদ গদ স্বরে ঠাকুর অঘোরে
বলে—"ওরে কি কারণ ?
ভুলেছিলি ঋষি ত্যাগী সপ্তর্ষি
নররূপী নারায়ণ"।

৫৮।

ঠাকুরের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রথম দেখা হোল সুরেন্দ্র নাথ মিত্রের বাড়ী। ঠাকুর সুরেন্দ্রকে সুরেশ বল্‌তেন্।

ঠাকুর এখন,

তখন কারের

ক্ষ্যাপা রাম্ কৃষ্ণ নয়,

সকল ধর্ম্মে,

পরম পাওয়া

পরম হংস চিন্ময়।

সারদেশ্বরী,

সহধর্ম্মিণী

ষোড়শী সমা সঙ্গিনী,

মায়েরি অংশ

শ্রীমায় পুজিল

ঈশ্বরী বলিয়া জ্ঞানী—

৫৯ ষোড়শী পূজা।

রামকৃষ্ণ দেব সহধর্ম্মিনীকে আদ্যাশক্তি জ্ঞান করে পূজা করলেন

নরেন লাগি আকুল দেব,
"অনেকদিন আসে নি,
তোমরা কেউ খবর নেও,
কারণ হোল কি জানি।
নরেন ছোঁড়া আলোক ছুড়ে
জিত্‌বে ব্রহ্মাণ্ড,
জ্বলছে ওর্ অন্তথলে
জ্ঞানের মার্ত্তণ্ড।"
পক্ষপাত দেখে শিষ্য,
হেসে ওঠে হুম্ হুম্,
ঠাকুর কয় 'মা যে বলেছে
তাইতে না বললুম্'।

৬০। নরেন কথা।

আলোক=সমন্বয় বাদ ও অদ্বৈত বাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার। শিক্ষা ও সেবা (বিশ্বের মানবকে)।

মা—জগন্মাতা=কালী।

"ঠাকুর একলা বেড়াতে বেড়াতে
সহসা সমাধি হোল,
স্থূল জগৎ ঊর্দ্ধে উঠিয়া
সূক্ষ্ম লোকে নাম্‌ল।
আরও উঁচুতে ভাব রাঙা ঘন
দেবতা বিচ্ছন্দক্‌,
দেবতা থানের উচ্চে আরও
দীপিত জ্যোতির্লোক
আমরা লয়েরো সুদূরে যেথায়,
দ্যুতিময় বেষ্টন্‌,
নেই কারো যেতে সমাহিত তথা
সপ্তর্ষি সাতজন্‌।"

৬১ সমাধি পথে।

ঠাকুর নিজেই বললেন—বিচ্ছন্দক = দেবতা স্থান।

সূক্ষ্ম দেহে সমাধি পথে
ঠাকুর গেছে তথা,
শোন্ গো সখী, আমার সখা
আশ্চর্য্য কথা।
"ঘনীয়ভূত জ্যোতিল্লেখা,
দিব্য শিশু আসে,
কোন্ সে কোন্ লক্ষ কোটি
সূর্য্য পরকাশে!"

৬২। দৈব শিশু

ঠাকুর বলছেন—সমাধিতে স্থূল জগৎ ছেড়ে সুক্ষ্ম লোক থেকে দেবলোক—সেখান থেকে আরও উঁচুতে আলোকময় বেড়া তারপরে জ্যোতির্লোকে এলেন—সেখানে বোধহয় দেবতাদেরও যাবার অধিকার নেই। তারপর আশ্চর্য্য ব্যাপার—'

রামকৃষ্ণে

বিদ্যাসাগরে

ঈশ্বরীয় যোগ্ ,

বহুপূণ্যে,

বঙ্গজনে,

দেখলো সংযোগ ।

'মহাবারিধি,

এবলে 'তুমি

ভারতে পরকট্' ।

কয় সাগর্ ,

'তুমি ত' হর—

দেবতা অকপট্' ।

'ঠাকুর কয়

"এ্যাদ্দিনই

মজেছি খাল বিলে,

সাগরে আসি

বাঁচি নিশ্বাসি'

মালিন্য মোছালে ।

৬৫। বিদ্যাসাগর।

শ্রীমা সনে আলাপনিতে
হারিয়ে যাওয়া কথা,
এরূপ গাথা, বিশিষ্টতা
নেইক তুলনা কোথা।
হর প্রতি প্রীয়ভাষে
সতীর প্রশ্ন বীন্
সুরেলা সুরে গীতিকা হারে
ভক্তি ভারতি দিন।

৬৬। ঠাকুরে শ্রীমায়ে আলাপ।

মানবী বটে মানুষী নয়,
মাসের তিনটে দিন
অপরা পাক্ খেয়ে ঠাকুর
পেটের স্বস্তি হীন।
মায়েরে কয় 'মলিনা নও'
রান্না কেন বন্ধ ?
নেইক বাধা, স্বাভাবিকতা
নিত্য নারী ছন্দ'।

৬৭। শ্রীমার প্রতি।

শ্রীমা মাসের তিন দিন রান্না করতেন না ঠাকুরের তাতে পেটের অসুখ করতো।

ঠাকুর বললেন—রান্না বন্ধ করবার কোনও কারণ নেই।

"আমার সাথে চলগো' বলে—

দূর বঙ্গ বাসে,'

তাকিয়ে ধ্যানী, তেয়াগী জ্ঞানী

স্মিত আননে হাসে।"

ঠাকুর কয় 'এ নরেন্দ্র

সেই সে আনন্দ'

এক দিনেতে চিনেছি তাকে

সে বিবেকানন্দ।'

৬৩। বিবেকানন্দ।

ঠাকুর বল্‌লেন—জ্যোতির্লোকে সাতজন ত্যাগী জ্ঞানী মহান ঋষি সমাহিত হয়ে আছেন।

সহসা জ্যোতিল্লেখা ঘন হয়ে একজন আনন্দ ঘন মূর্ত্তি দেবশিশু এসে একজন ঋষিকে বল্‌লে—আমার সঙ্গে চলো।—ঋষি হাসলেন, তিনি সম্মত!

দর্শক রূপে সেই নরেন্দ্র
আজের বিবেকানন্দ,
কিশোর বয়সে দেবতা সমীপে
মিটাতে আসে ধন্ধ।
ঠাকুর তাহারে ক্ষণেক নেহারি
টেনে নিল অন্তরে
করিতে কর্ম অমোঘ বর্ম
দিল সম-মন্তরে।

৬৪। নরেন্দ্র

সুরেশ মিত্রের বাটীতেই ঠাকুর নরেন্দ্রকে দক্ষিণেশ্বরে আসতে বলেছিলেন।

নরেন এসেছিল—ঈশ্বর আছে কিনা, সমাধি হয় কিনা, ঈশ্বর দেখা যায় কিনা—জান্‌তে।

শাসান্ দেব,—"লজ্জা নেই ? নিজমুক্তি কারনে,
তোর কাছেতে দুনিয়াবাসী জুড়োবে সম-সাধনে।
জগদম্বা অকাতরে
করিয়ে নেবে ঘাড়্ ধরে'
আমি এবারে তোরই তরে নিয়েছি অঙ্গ এই"
'ইন্দ্রজালে নরেন ভাবে 'যেয়ে দরকার নেই'।'

৬৮। তার্কিক নরেন

ঠাকুর শাসান—তোর নিজের মুক্তির কথা বল্‌তে লজ্জা করে না। তুই কাজ না করিস জগদম্বা তোর ঘাড় ধরে করিয়ে নেবে।

নরেন এলে ঠাকুর কয়
‘ভুলেছিলি কি কারণ ?’
নরেন বলে—‘এত চিন্তা,
নহে-ত’ সুলক্ষণ’।
‘তাইতো ছোঁড়া বলিস্ কিরে,
তাহ’লে কি হবে বল্’,
ভাবেই বলে—‘তুই ত’ মোর,
একমাত্র সম্বল’।
নরেন কয়—“ও মহাশয়
ভুল্‌বো না ত কথায়,
ঈশ্বরকে দেখেছ কিনা
সত্যি বল আমায়”।
“হ্যাঁরে” বল্লে “ভগবান কি
আর তোমা আমা বই”,
নরেন ধরে তবে গো দাও
সমাধি নির্বিকল্পই।

৬৯। নরেন এখনও তর্ক করছে।

ধারাবাহিক্ শিষ্যজনে প্রভূ ঘেরা দিবস্ রাতি,
দেশী-বিলাতি, সব্‌লোকেই শুন্‌তে আসে, দিব্য-গীতি।
ডাক্তার সরকা্র,
গিরীশ নাট্যকার,
আগেই লেখা সুরেশ কথা, নাম কতই বল্‌তে পারি;
ফুলের বাস দেশ-বিদেশে, রসে মাতায় ব্যাক্তি নারী।

৭০। ভক্তসমুহ।

আশ্রমিক্ ও ত্যাগী শিষ্য তখনই অনেক বেশী হয়েছিল। নাম বলতে পারা অসম্ভব।

ভাবেতে দেব, একদা দেব নরেন্দ্রেরি
চরণ ধরি,
জ্যোতির্ম্ময়ী দুনিয়াদারি ঈশ্বরেরে
দেখান হরি।
'দ্যুতিময় মণ্ডলেতে বিলীয়মান
সব-স্বত্ব,
'সূক্ষ্মদেহ সত্তবিল লুপ্তপ্রায়
অহংত্ব।
শাস্ত্র-ছেঁড়া তর্কফেলে ত্রাসে কয়
নাস্তি জ্ঞানী,
"নরেন-গুরু দেবতা তুমি, অসংশয়ে
এবার মানি।

৭১। নরেন্দ্র

বিবেকানন্দে পরিণত।

বরাহনগরে আজিকে দুপুরে হতেছে ব্রাহ্ম
সম্মিলন্,
ঠাকুর চলেছে সেথায় দেখিতে, নরেন বিহনে
ব্যাকুল মন্।
লোকেরা বল্ছে 'বহিয়া গিয়াছে', ঠাকুর হইল
মত্ত ভারী।
"ওরে বোকারাম্ বেটাগুলো থাম্ ফের বল্লে
করবো আড়ি।"

৭২। নরেন্দ্র-বিরহে

লোকেরা বল্লে—নরেন বয়ে গেছে
ঠাকুর বল্লেন—থাম্ ব্যাটারা, একথা আবার বললে তোদের মুখ্ দেখবো না।

হেলায় ঠাকুরে আলাপ না করে
ব্রাহ্ম মহাজন্,
জগতবন্দ্য বিবেকানন্দ
ব্যথায় উন্মন্।
সাঁঝ রাত্তিরে আলোকে আঁধারে
সভক্তি যতনে,
আনে ধরে ধরে আমার ঠাকুরে
তীর্থ নিকেতনে।

৭৩। ভাবাবিষ্ট ঠাকুর ও নরেন্দ্র

আগের কবিতায় দুপুর আছে—সময়টা হয়ত দুপুর নয় এবং সাঁঝ-রাত্তিরও হয়ত নয়॥ আলোকে আঁধারে=আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আঁধারেই। তীর্থ নিকেতনে=দক্ষিণেশ্বরে।

আজ কাশীপুর মঠে ভক্ত শিষ্য সাথে
ঠাকুর রামকৃষ্ণ,
পৃথ্বী সেবা শিক্ষা' সমন্বয় দীক্ষা
দিল দেব বিভিন্ন।
হেরিতেছ কত কত, এধারে ওধারে শত
দুঃখী-দীন দুস্থ,
মুঠি মুঠি ভিক্ষায়, সামাচার শিক্ষায়
এদের কোরো সুস্থ।

৭৪।

সুস্থ—ভিক্ষায়, সেবায় ও শিক্ষায়। সামাচার=সমন্বয়—সর্বধর্ম মিলন। সারা পৃথিবীতে এর প্রচার সংঘ (রামকৃষ্ণ মিশন) গঠনে ঠাকুর দীক্ষা দিলেন।

ঈশ্বর সন্নিধি,   নির্বিকল্প সমাধি,

করিল তালাবন্ধ,

রেখে তার চাবীকাটি নিশ্চিন্ত মনেতে

ডেকে কয় "নরেন্দ্র,

সমন্বয় সাধন্   করিনু প্রদর্শন্

আর্ ভার্ সব্ তোর্ ।

দেখে, বুঝে যা এখনে ধর্ম সংস্থাপনে

অবতার-তনু মোর ।

অযোধ্যার রাঘব,   ব্রজসখা মাধব,

একাধারে অবতারে,

এবার রামকৃষ্ণ, 'যতমত অভিন্ন

পথ্' দেখাল" আঁধারে

৭৫

ধনুর্ধারী রাম

× ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়
সম্ভবামি ×
পরমহংসদেব
নিজে বলেছেন
যে অবতার
রামকৃষ্ণ,
একাধারে ত্রেতার
রাম ও দ্বাপরের
কৃষ্ণ
এসেছেন

রামকৃষ্ণ

বংশীধারী কৃষ্ণ

যত মত, তত পথ,
দেখিয়ে গেলেন।
সর্বধর্ম সমন্বয়
সাধন শেখালেন
অবশ্য ঠিক এই
জায় গায় (কাব্যে)
নয়।
আরও অনেক
পরে বলেন।

গলার জ্বালা বিষম হলো

যাতনা ভীষণ,

পথ্য শুধু জল বার্লি

তাও অকারন।

ভক্ত সব, আকুল পারা

সেবে অনুখন,

চিকিৎসাত' বিধান মত

ব্যাকুলিত মন।

৭৬। গলরোগ।

আকুলপারা সেবা ও বিধানমত চিকিৎসা হতো।

ভক্ত গিরীশ, ঘোষজা মশাই কিছুদিন ভাবিয়া,
চিত্ত স্থির, করেছে সুধীর রোগ নিবে টানিয়া।
ওগো মহাশয়, তোমার আময়, আমারে দাও সুর
ভাল হলে তুমি, জানি আমি জানি, কালদর্পচূর।

৭৮। মহাকবি গিরীশ।

ঠাকুরের প্রধানভক্ত মহাকবি গিরীশ চন্দ্র ঘোষ তাঁর গলরোগ টেনে নিতে উদ্যত হয়েছিলেন।

কালদর্প চূর = কালোদের দর্প চূর্ণ হবে।

গিরীশ অধীর, নিঃসন্দেহে
অসুখ নিবে টানিয়া,
জগতে একটি, এহেন ঠাকুর
আসেন্ সুধা ছানিয়া
কালীর লভিয়া সঙ্গ
শ্রীমার পরান রঙ্গ।
হৃদয় মথুর ভাগ্য প্রচুর
লীলা সঙ্গে থাকিয়া।

ঠাকুর হেসে মায়েরে ডেকে
কয় "ভাগ্যবতী,
অভেদ যেন, আমি ও তুমি
আত্মারূপা সতী"
"হবেনা মোর শোন বন্ধু
পার্থিব মরন,
চির সধবা থাকবে সখী
কেন ওন্ মন্।"
"সাধব্যের ভূষণ তুমি
খুলোনা কদাচন
মৃত্যু মোর নাইকো' সই,
রোদন অকারণ"

৭৯

ওন্‌মন্ = অন্তমন।
শ্রীমায়ের প্রতি ঠাকুর।

ভৈরবী ও তোতা তন্ত্র ও বেদ
শিখায়ে হলো ধন্য,
রাণী রাসমণী অতিশয় দানী
লভিল মহাপূণ্য।
ভবতারিনী কালীবাড়ী
বার শিবের ঘরবাড়ী
দেব, দেবালয়ে পেয়ে লীলাময়ে
প্রতিষ্ঠা বরেণ্য।

৮০। লীলাময়, ভগবান।

একে একে খৃষ্টান ইসলাম্
মতে লভে ঈশ্বর,
দাস্য-রাধা ভাবে পেয়ে, সাম গায়
দেবতা অ-নশ্বর।

৮১। সর্ব্বধর্ম সমন্বয় সাধন।

রামকৃষ্ণ, ভগবান্‌ই
সন্দেহ তো নেই,
বুঝেও যদি না বোঝ, বোঝ
এই ঘটনাতেই।—
কণ্ঠক্ষত বিষম অতি
যাতনা যে সহেনা,
শরীর ব্যাথা আর সহেনা
কোরলো গো বাসনা
ওই যে বয়, মন্দাকিনী
নিক্কণিত গানে ··
ওরই কোলে ঝাঁপাই যদি
জুড়াইব পরাণে।

৮২। রোগযাতনায় অধীর

নিক্কনিত = বাঁশীর মত কলস্বনে। সময় বোধ হয় হয়ে এসেছে।

নমর পদে চলে ঠাকুর,
'কোথা মা সুরধুনি,'
'ওগো যেওনা, যেও না-না-না,'
ফোঁপায় কিটিকুনি।
অর্চ্চাছবী না জানি আমি,
অধম্ ও অধন্;
চল চলিয়ে যতই চলে,
ভেজে নাত' চরণ।

৮৩। ভাব সমাধি।

নমর = নম্র।

ঠাকুর গঙ্গায় ডুব্‌তে চলেছেন—অখিল অবনী ফুঁপিয়ে উঠলো। যতই যাচ্ছেন জলে পা'ই ভিজছেন—সময় বোধ হয় হয়নি।

কথাবলি কিম্বা ॥

ঠাকুর যা বলেন নুতন, আশ্চর্য্য-সুন্দর !

শোন্‌রে শোন্‌ মানুষমন সর্ষপেরি পুটলি পারা,

ছড়িয়ে গেলে কুড়ান ভার, মন-সর্‌ষে বাগান ভরা !

কামিনী ধনে বসে যাওয়া, বনেদি মন থিতোন দায়,

বিষয়াশয়ে, ছট্‌ফটিয়ে, ঈশ্বরভাবা সহজ নয় ।

১। কামিণী কাঞ্চন ।

ঠাকুর বলতেন—মন সরষের পুটুলির মত, কামিনী কাঞ্চনে ছড়িয়ে আছে। সুতরাং ঐ মন সরষে কুড়িয়ে নিয়ে মন রাঙান যায় না।

ডাক্‌না কেন ভগবানকে, মর্‌গে তোরা দেখ্‌ কি হোল,

ঈশ্বরিতো নিয়েছে' তোর পতি পুত্তু্‌র, কপাল ভালো !

মাথায় কাগা, আঁচলে চাবী, হাতে মু নেড়ে গিন্নী সাজা !

আর কেনরে ঘর করনা ডাঁটা রান্না—বাঞ্ছা ভাজা !

২। কামনা ।

বলতেন—স্বামীপুত্র যখন চলেই গেছে তখন কোথায় ভগবানকে ডাকবি তা নয়, ভাঙা সংসারে কাগা খোপা বেঁধে আঁচলে চাবী বেঁধে গিন্নি সেজেছেন, এটা ওটা করা নেওয়া কামনা করা, এর ওর কাছে হাত মুখ নাড়া—আর কেন ? ভগবানকে ডাকো।

বাঞ্ছা ভাজা=কামনা করা।

পাটোয়ারি গিরি ছেড়ে দিয়ে, সরলতা সেধে নাও,
বসুদেব সম তাঁকে, সরল ভাবেতে ডাক দাও।
ত্যাগী হ'তে হবে, কাপ্তেন ভাই, কাম দূর কোরে,
শক্ত বৈকি ? যদি নিরজনে অলস পহরে,
যৌবন রাঙান নারী ছাড়ি, মা মা বোলে চ'লে আসো,
ত্যাগী বলা যাবে। অজ্ঞান-অবিদ্যা পরে নাশো।

৩। সরলতা সাধন করতে হয়। কামিনী কাঞ্চনে কাম দূর করো। মুখের কথা নয়। বিজনে যদি যৌবনোদ্দিপ্তা মেয়ে মানুষকে মা বলে ছেড়ে আসতে পারো তবে ত্যাগী হবে। অজ্ঞান মায়ামোহ নাশ করো। বসুদেবের মত ডাকো ঠিক পাবে।

কলির সাধনা, কেবল সাধনা, সত্য কথা অন্য নয়,
শোনগো মথুর, মিথ্যার উপুর, সব কাজই পণ্ড হয়।
বিশ্বাসে মিলয় পরম বিষয় এর চেয়েতো জিনিষ নেই,
হৃদয় পরাণ দিয়ে ভালবাসো, পরমাশীষ ত এইটেই।
বিশ্বাসে থিরে, পাবি কত কিরে, জানা আছে তো দৃষ্টান্ত ?
নামমাত্র বলে, হনু না লাফালে সুমুদ্দুর দুর্দান্ত ?
একদা সেদিন গয়লানিবুড়ি, মুষলধারে অন্ধকারে,
পায়ে হেঁটে হেঁটে, রাম রাম ডেকে চোল্‌ল ধীরে নদীর পারে
শুনে ব্রাহ্মণ, বিস্ময়িত মন, রামনামেতে পেরোতে চায়,
বিনা বিশ্বাসে এমনিই কিসে, পারের পার পরম পায় ?

৪, ৫। বিশ্বাস। কলির একমাত্র সাধনা সত্য। বিশ্বাসে ভগবান মেলে, আর বিশ্বাসের জোর কত। 'রাম নাম' বিশ্বাসে নদী সমুদ্র পার হয়েছিল। আর ব্রাহ্মণ পার হতে পারল না। এমনিই কি পরমকে পায় ?

ওই যে ঝরে নিঝ'রিনি
　　　　ঘন কল তানে।
নিত্য নিত
নিস্বনিত
　　　　ঝিমি ঝিমি গানে
ওরই কোলে
ঠাকুর চলে,
চল চলান
নরম্ তালে,
　　　　মরণ নিধানে।
উর্মি-লীলে,
মর্ম রোলে,
কোথা পলাও
অন্তরালে,
　　　　বিধৃত পরানে॥

গান ।

ভগবান, মানুষ হয়ে মানুষের মতই সব
কাজ করেছেন মানুষকেই দেখাবার জন্য
মানুষেরই মত সুখ দুঃখ,
হাসি কান্না রোগ যন্ত্রনা
পর্য্যন্ত সয়েছেন * *

নারীরতন, কেনরে তুই, ছাড়তে যাস্ ভুলে ?
আলতা ঘাএ ভুলায় তোরে, জলভরা পুতুলে।
পরমব্রহ্ম ঠাকুরে যদি দেখা যায় একদা ;
রাবণ কয় 'দেখ্‌লে রামে সব্ তুচ্ছ দাদা'।

৬। কামিণী! ওত জলভরা পুতুল পায়ে আলতার ঘা'দিয়ে ভুলায় মাত্র। ব্রহ্মপদ একবার দেখলে আর কিছু চাই না, জলভরা পুতুল আর দরকারই হবে না।

কর্ম করো কর্ম করো কর্ম করো, সংসারী ভাই,
আন্তরিকী ভক্তি রেখে, অনাসক্ত হওয়া চাই।
স্বয়ংসতী ভগবতী, লোক শিক্ষায় করে সাধন্,
পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, রাধা যন্ত্রে করেন ধ্যান্।
কর্ম হোল আদিকাণ্ড, রাজবাড়ীর দেউরী ভাই,
ফলাফল সমর্পিয়ে, পেয়েছিল কিশোরী রাই।
থাক্‌লেইবা সংসারেতে, ভক্তি চাও মায়ের কাছে,
সত্ত্বগুণে আপনাপনে, কর্ম ছাড়ে, কামনা মোছে।
যথা দেখো খেটে খেটেই, বউটি তোর হচ্ছে সারা,
গর্ভ হলে শাউরী তার ক্রমে করেন কর্ম ছাড়া।

৭। সংসারাশ্রম। কর্ম্মযোগ।
সংসারে থাকলেই বা ? অনাসক্ত হয়ে আন্তরিক ভক্তি নিয়ে কাজ করে যাও— এটাই ভগবানকে পাবার আদিকাণ্ড। সময় হ'লে কর্ম্মত্যাগ আপনি হবে। গৃহীর জন্য কর্ম যোগই পন্থা।

একদা ফকির সৎকার আশে
বাদশা সকাশে গিয়াছিল,
অতিথি সেবায় কিছু টাকা নিতে,
আকবরশার কাছে এলো।
বাদশা তখন নমাজ পড়ছে,
শুন্‌ছে ফকির,—বল্‌ছে কি,
'হে আল্লা দাও—ধন সম্পত্তি
যশ মান জয় ইত্যাদি'।
অমনি ফিরলো, রাজা ডেকে কয়
'কিছুই না বোলে যাচ্ছ যে?'
বল্লে 'রাজাও ভিখারি যখন'
তখন বলবো আল্লাকে'।

৮। আল্লা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী। একমাত্র ভগবানই সব দিতে পারেন।

দেখনি দাঁড়িপাল্লা? উঁচুকোন দিক্‌টা?
হাল্‌কাই উঁচু হয়। মানুষও তেম্‌নি
যারা নিজে উঁচু হয়, হয়ে যায় হালকা।
একমাত্র গুরু সেই, বরদ ভগবানই।
অনুরাগ হলে ঠিক, তিনিই পাঠাবেন—
সদগুরু, যারপর বিশ্বাস চাইই।
সময় হ'লেই তিনি গুরুরূপে আসেন,
ফুল ফুট্‌লে আসে, ভোমরা আপনিই।

৯। গুরুতত্ত্ব। গুরু হলো ঈশ্বর, সময় হলেই আপনি আসেন ফুল ফুট্‌লে যেমন ভোমরা আপনিই তার কাছে আসে, তেমনি ভগবানও আসেন।

কায়মনো বচনে ভজনারই মানে ভক্তি, আমি বলি।
তাঁর কাছে সহজে ভক্তি পথ যোগে, পুলকে যাও চলি।
ভালবাস' তাঁহারে যেরূপেতে বাসনা, বাৎসল্য মধুর—
পত্নী সাধে পতি ; গোপিনী যদুপতি, মাধুর্যে গোউর।
ছুলে-বামুন ভেদ ? ঈশ্বর নামেতে উঠতে পারে এটা,
মানবী-মনুষ্যে শুচি শুদ্ধ করে, নীলভক্তি চ্ছটা।

১০। ভক্তি। ভক্তি ভরে যেভাবেই হোক—সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য মধুরে—তাঁকে ডাকো। ভক্তি নরনারীকে বিশুদ্ধ করে এবং এতেই জাতি ভেদ দূর হতে পারে।

শব্দ ব্রহ্ম। উঠিছে শব্দ অনাহত অব্যাহত,
নাভীস্থল হ'তে স্বতস্ফূর্তে ওই বিস্ময়িত,
মহাশব্দ। প্রণবধ্বনি, স্থূল সূক্ষ্ম অনিরিক্ষ
দূর সুদূর সচিল্লোক হতে নামে ঐ শব্দালেখ্য।
গৃহাসক্ত জড়জীব পারে না ধরিতে এ সত্য,
যোগী জনে সযতনে শুনে শব্দ-নিত্যত্ব।
নাভী, ওঁদিকে নাভী হতে চিরন্তন শব্দায়ন,
অন্যদিকে অনন্তপার পরব্রহ্ম নারায়ন।
ওই শব্দ ধরে ছোট পাবে ব্রহ্ম সুদুর্গম ;
অনিত্য এ কথা ভজে, কিটি অগণ্য ও অধম।

১১। ওম্‌কার ধ্বনি। শব্দের নিত্যত্ব। নাভীস্থল থেকে ধ্বনি উঠে ওদিকে সচিল্লোকে ব্রহ্মে মিশবে, যোগীগণ এই শব্দ সাধনা করতেন।

পাপ হরণ করেন যিনি,
তিনি হরি
ঈশ্বরই
তিনিই অবতার,
দেখ গৌরাঙ্গ নদের গোরা,
বড়াকত
পণ্ডিতও,
ভগবান আবার।
যদিই বলো, সবই ফেলে,
ভগবানে
নাম গানে,
মজগো ভাইগণ
বাস্তপারা পাটওয়ারী,
সংসারী
নরনারী
মাতে না ঘুঘুমন।
তাইরে তাই মহাপ্রোভু,
দুই ভাই
ভাঁওতাই
ভাঁড় ভেঙোর জ্ঞণে,
মাগুর পাকা মাছের ঝোল
হরি বোল্
হরি বলো
ভাই ভক্তীগনে।

আ-লো বন্ধু, যুবতী নীল•
নীবি চোল্
হরিবোল্,
বলোনা বোল্‌হরি,
আঁচল খসা সলোল্ কোল্,
হরি কহ
প্রত্যহ,
এসো হে নরনারী।
লোভই আসে, কিন্তু শেষে,
প্রেম বশে
অশ্রুভাসে,
ধুলোপাশে মাতয়’,
তবেই দেখ কেমন করে,
পাপ হরে
ঈশ্বরে,
গোউরে, মায়াময়।
শাস্ত্র খুঁজে পাবে না তুমি,
কোথা তিনি
ভগবানই
প্রমান কর বার,—
তিনিই অবতার।

১২, ১৩, ১৪। অবতার তত্ত্ব। ভগবানকে বোঝা যায় না, তিনি লীলা করতে, ধর্ম্ম স্থাপন করতে, পাপ হরণ করতে আসেন।

চোল=কাপড়? সলোল=চটুল।

বেদ বেদান্ত এঁটো হয়ে গেছে, তন্ত্র মন্ত্র সবই ঝুটো,
পরমানন্দ যেটিগো ব্রহ্ম, অ-বাক জ্ঞান নয়কো এঁটো।
আকাশ ! আকাশ ! বিকার অ-লেশ, নেতি নেতির পর পরম,
হারিয়ে যাওয়া কথা, ধ্যান, জ্ঞান ; যা বলো-আলো-শক্তি ব্যোম্
অনন্ত যে কি, বলতে গেলেই মুখর মুখ হয় বন্ধ,
ব্রহ্মদর্শন বুঝান যায় না ক্রীড়া রমণে কি আনন্দ।
"বহু বহু যামি, গতে 'তার' স্বামী, বিহারে এক মধুযামিনী,
'কি রসে যাপিলি, আনন্দ পেলি ?' সকালে পুছে সই ভামিনী।
'যখন চাখবি তখন বুঝবি, বোঝান ভার,' হেঁসে কইল",
তেম্নি বুঝবি রসো-বৈ-স'য়ে কি মধুরস পোরা রইল।

১৫। ব্রহ্মদর্শন, আনন্দ।

ঠাকুর বলেন—বলে বোঝান যায় না সে কি, আনন্দ কত।
যেমন সেই মেয়েটা বোঝাতে পারে নি।
যখন পাবি তখন বুঝবি—ভগবানে কত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য, আনন্দ আছে।
অ-বাক্ = বাক্যহীন। অ-লেশ = লেশমাত্র নেই।
রসো বৈ সয়ে = ভগবানে।

তিনি সাকার সগুন, আবার নিরাকারও,
যা মনে লয়, সাধে,
কি দরকার বিচারে ? গোপনে বলতে হয়
দেখা দাওহে, কাঁদো ।
কলকলানি ছাড়গো, শাস্ত্র তন্ত্র বেদে
কি কথা শেখো যোগী ?
এক সচ্চিদানন্দ ভবানি, রাম, কৃষ্ণ,
গীতা উল্টে ত্যাগী ।
যতমত ততপথ, কোরনা দ্বেষাদ্বেষী,
সত্য অভিন্ন,—
এভবের বারোয়ারী নানা মূর্ত্তি তৈয়ারি,
'হর' 'হরি' 'কৃষ্ণ' ।
রাম সীতা লক্ষণ দেব, ক্রাইষ্ট গোরা
ওদিকে দেখ পুন,
উপপত্তি সতৃষ্ণ ! ভজো মতে বিভিন্ন
মিলে যাবে রত্ন ।
শোনো মন শেষ কথা, এক কথা উচুঁ কথা—
অদ্বৈত ভাবনা
সনাতন গরিষ্ঠ আদি হিন্দু ধর্মে
শাশ্বত সাধনা ।

মহামায়া লীলা করে অবতারে অবতারে
শতাব্দি পরেগো—
অকস্মাৎ ওকোনে, দ্বিজবেশে অসী ঘোড়া
নিয়ে ফিরে নামবো।

১৬, ১৭। হিন্দুধর্ম। অদ্বৈতবাদ। ধর্মসমন্বয়। কল্কি।

মনস্থরে গ্রন্থ লিখতে হলেই মনগড়া কথাও বলতে হয়। ইহা রামকৃষ্ণলীলার বঙ্গ সাহিত্যে প্রথম কাব্য সুতরাং বৈশিষ্ট ও নূতনত্ব হবেই। ৪২ সংখ্যক কথাবলীর ছন্দও নূতন। ভাল না হতে পারে, না লাগতেও পারে। কয়েকটি স্থানে কথার শেষে 'ই' বর্ণে 'ি' দেওয়া হয়েছে যথা ঈশ্বরই—ঈশ্বরি। কয়েকটি শব্দও জোর করেই বসান হয়েছে যেমন খিচুরি, একদা। যাহাহোক অর্থ বা ভাব ব্যহত হয় নি, তবে অনেক জায়গায় লুপ্ত ভাবে ভাব আছে ধরে নিতে হয়
প্রকাশিকা।